ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক, মাদক ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী
রেস্তোরাঁকে ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস হিসেবে ঘোষণা করা হবে

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী লে. কর্নেল (অব.) মুহাম্মদ ফারুক খান এমপি বলেছেন, সব রেস্তোরাঁকে ধূমপানমুক্ত পাবলিক প্লেস হিসেবে ঘোষণা করা হবে। এ বছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানানো হবে। প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আইন মানার জন্য তৈরি করতে হবে। দেশের সব রেস্তোরাঁকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা ও ধূমপানের পরোক্ষ ক্ষতি বিষয়ক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সেমিনারটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির যৌথ উদ্যোগে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিড্স-এর সহযোগিতায় গত ৯ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে মন্ত্রী বলেন, আমরা ধূমপান করব না, অন্যকে ধূমপান করতে উৎসাহিত করব না এবং আমাদের সামনে কেউ ধূমপান করলে বাধা দেব। পরে তিনি রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় তৈরি ধূমপানমুক্ত নির্দেশিকার মোড়ক উন্মোচন করেন।

ধূমপানমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার পক্ষে সেমিনারে বক্তাদের আলোচনায় বিভিন্ন দিক নির্দেশনা উঠে আসে। বক্তারা বলেন, দেশের রেস্তোরাঁগুলোকে ধূমপানমুক্ত রাখলে কাস্টমার সংখ্যা কমবে না বরং ব্যবসায় আরো লাভবান হওয়া যাবে। বিদেশে হোটেল রেস্তোরাঁগুলো ধূমপানমুক্ত রাখার মাধ্যমে একদিকে যেমন তারা ব্যবসায় লাভবান হচ্ছে, অন্যদিকে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিরাট ভূমিকা রাখছে।

এ প্রসঙ্গে সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বলেন, দেশের সব রেস্তোরাঁর মালিকরা যদি এগিয়ে আসে তাহলে অচিরেই ধূমপানের বিরুদ্ধে বড় ধরনের একটি আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি কমর উদ্দিন খোকন জানান, রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির আওতাধীন দেশের প্রায় ৪১৫টি রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত হিসেবে গড়ে উঠবে। বর্তমানে ৪০টি জেলার মালিক সমিতির রেস্তোরাঁগুলোকে নীতিমালার আলোকে পর্যায়ক্রমে ধূমপানমুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি। এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি কমর উদ্দিন আহমেদ খোকন। এ ছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন সমিতির মহাসচিব এম রেজাউল করিম সরকার রবিন ক্যাম্পেন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্-এর এডভোকেসি ও সিনিয়র কোঅর্ডিনেটর তাইফুর রহমান ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ। সেমিনারে তামাক বিরোধী জোটের সদস্য, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় বিশেষ অবদানের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রথম পুরস্কার লাভ

গত ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন এমপি মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে প্রথম পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। পুরস্কার হিসেবে মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলমের হাতে একটি ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত সবাই করতালির মাধ্যমে মিশনের মাদক বিরোধী কার্যক্রম আমিককে অভিনন্দন জানায়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট সামসুল হক টুকু এমপি সি কিউ কে মুসতাক আহমদ।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৯০ সাল থেকে দেশে মাদক বিরোধী আন্দোলন এবং ২০০৪ সাল থেকে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সম্পাদকীয়

তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহারের ব্যাপকতা ও ক্ষতির ভয়াবহতা বিভিন্নমুখী। একথা খুবই স্পষ্ট যে ধূমপানের প্রত্যক্ষ ক্ষতির চেয়ে পরোক্ষ ক্ষতি কোনো অংশেই কম নয় বরং আরো বেশি। বিভিন্ন গবেষণায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতি বছর দেশের ৪ কোটি ২০ লাখ মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র রেস্তোরাঁ থেকে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে ২ কোটি ৫৮ লাখ মানুষ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যে দেখা যায়, প্রতিবছর প্রায় ৫৭ হাজার মানুষের মৃত্যু হয় তামাক ব্যবহারজনিত কারণে এছাড়া প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হচ্ছে তামাক ও ধূমপান থেকে সৃষ্ট অসুস্থতাজনিত চিকিৎসার পেছনে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এটি একটি বিরাট বোঝা। তামাক ও সিগারেট কোম্পানির কাছ থেকে সরকার প্রতিবছর যে কর আদায় করে তা খরচের তুলনায় খুবই নগণ্য। এজন্য সরকার তামাক ও ধূমপান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের বর্তমান আইনে রেস্তোরাঁসমূহ পাবলিক প্লেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই সম্মিলিত প্রয়াসে রেস্তোরাঁসমূহকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তামাকজাত সামগ্রীর ওপর উচ্চহারে কর বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে একজন মন্ত্রীসহ ৬০ জন সংসদ সদস্য ডিও লেটার প্রদান করেছে। দেশে ধূমপান ও তামাকবিরোধী আন্দোলন যেভাবে জোরদার হচ্ছে তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামীতে তরুণসমাজ তামাক ও মাদকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাবে বলে আশা করা যায়। তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আগামী প্রজন্ম আরো সুস্থ ও সবল ভাবে বেড়ে উঠবে এবং দেশের হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক এ বছর প্রথম পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে আমিক। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে আমিক মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত। আগামীতে চিকিৎসা কর্মসূচিকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে আমরা প্রত্যয়ী।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

৩য় বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা ■ এপ্রিল-জুন ২০১২

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
এ.কে. এম. আনিসুজ্জামান, শেখর ব্যানার্জি, মাহ্‌ফিদা দীনা রুবাইয়া, জাহিদ ইকবাল, সাইফুল আলম কাজল, নূর শাহানা

উন্নয়ন ও গ্রন্থনা
লুৎফুন নাহার তিথি

গ্রাফিক্স ডিজাইন
সেকান্দার আলী খান

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধির দাবিতে সংসদ সদস্যদের ডিও লেটার হস্তান্তর

প্রতিবছর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেও তামাকজাত দ্রব্যের দাম একই হারে বাড়ে না। নিজেদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে কোম্পানিগুলো দাম বৃদ্ধি করলে গরিবরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং কর্মসংস্থান হ্রাস পাবে বলে ভুল ধারণা প্রচার করে। অথচ বিশ্ব ব্যাংকের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রিত হলে ১৮.৭% চাকরি এবং রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

এলক্ষ্যে গত ২৪ মে জাতীয় রাজস্ব ভবনে তামাক শিল্পে জড়িত শ্রমিকদের অমানবিক কর্মের বিকল্প কর্মসংস্থান, তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা খরচ যোগান এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধির দাবিতে ২০ জন সংসদ সদস্যের ডিও লেটার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ডিও লেটারে বলা হয়, শুধুমাত্র রাজস্বের জন্য মানুষের স্বাস্থ্য, অর্থ ও পরিবেশকে অবহেলা করা যায় না। কোনো পণ্যের কারণে যদি মানুষের স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে সে পণ্যের ব্যবহার কমিয়ে আনা খুবই জরুরি। জনপ্রতিনিধিরা মানুষের উন্নয়নে কাজ করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। আর সেই শপথকে সমুন্নত রাখতে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অর্থনীতির ওপর তামাকের নেতিবাচক প্রভাবের কথা বিবেচনা করে সংসদ সদস্যরা তামাকজাত দ্রব্যের ওপর উচ্চহারে কর আরোপ করার আহ্বান জানিয়েছেন। করবৃদ্ধির পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করে ৬০ জন সংসদ সদস্য ইতোমধ্যে ডিও লেটার প্রদান করেছেন এবং সংসদ সদস্যদের ডিও লেটার প্রদান অব্যাহত থাকবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

ডিও লেটার হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. মোস্তাফা জামান, উবিনিগের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আক্তার, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, ক্যাম্পেন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্-এর মিডিয়া ও এডভোকেসি কো-অর্ডিনেটর তাইফুর রহমান, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের সহকারি পরিচালক ইকবাল মাসুদ, ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী আনিসুজ্জামান, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের ডা. মাহফুজুল হক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাহফুজুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...
www.amic.org.bd

মধুমিতা প্রকল্পের রিকভারি ক্লায়েন্টদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

আমিক-মধুমিতা প্রকল্প, ঢাকা সেন্টারের আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটরিয়ামে গত ২৫ জুন চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকমুক্ত ব্যক্তিদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী এই আয়োজনের মধ্যে ছিল আলোচনা, মাদকমুক্ত বন্ধু ও তাদের পরিবারের সদস্যদের শেয়ারিং এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খন্দকার মোহাম্মদ আলী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কামাল উদ্দিন আহম্মেদ চৌধুরী (সহকারি অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অনুপকুমার বসু (সিনিয়র ম্যানেজার-সেভ দ্যা চিলড্রেন), ডা. শামীম জাহান (টেনিক্যাল ডিরেক্টর-এফএইচআই-৩৬০), জনাব এবিএম কামরুল ইসলাম (এইচআইভি এবং এইড্স বিশেষজ্ঞ-ইউএনওডিসি)। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে আমন্ত্রিত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইকবাল মাসুদ (টিম লীডার, আমিক-মধুমিতা প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন)।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে খন্দকার মোহাম্মদ আলী মাদকাসক্তি এবং এর অবৈধ ব্যবহার প্রতিরোধকে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এই কার্যক্রমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সভায় বক্তারা মাদকাসক্তির সমস্যা সমধানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এই ধরনের আয়োজন ও কর্মকাণ্ডকে উৎসাহব্যঞ্জক হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

অনুষ্ঠানে মাদকমুক্ত বন্ধু ও তাদের পরিবার, অতিথি এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে মধুমিতা প্রকল্প কার্যকমে সহায়তা এবং বিশেষ অবদানের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি জনাব হাজী সহিদ মিয়া এবং ন্যাশনাল ডায়াগনেস্টিক সেন্টারকে মধুমিতা সম্মাননা ২০১২ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির কাছ থেকে তারা সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে আলোচনা ও বাউল সংগীত পরিবেশনা

'তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত হউক' এই প্রতিপাদ্যে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০১২ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক বিরোধী ইন্সটিটিউট আমিক গত ২৬ মে শহীদ মিনার চত্বরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

প্রধান অতিথি বলেন, যে কোনো দিবস পালনের উদ্দেশ্য হলো দিবসটির তাৎপর্য মনে রেখে সারাবছর সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করা। তিনি উপস্থিত সবইকে ধুমপান না করার জন্য আহ্বান জানিয়ে আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

সভায় বিশেষ অতিথি টোব্যাকো ফ্রি কিডস্-এর এডভোকেসি ও মিডিয়া সমন্বয়কারী তাইফুর রহমান বলেন, তামাক কোম্পানিগুলো বরাবরই তামাকের ওপর কর বৃদ্ধির বিপরীতে এবং আইন সংশোধনে হস্তক্ষেপ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, যেখানে বাংলাদেশে প্রতিবছর ৫৭ হাজার মানুষ তামাক গ্রহণের ফলে মৃত্যুবরণ করছে, সেখানে নতুন নতুন স্বাদ, গন্ধ ও নানা উপহার সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে নতুন ব্যবহারকারীকে প্রভাবিত করার কৌশল নিয়ে থাকে তামাক কোম্পানিগুলো। তাই তাদের কুটকৌশল সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

এ সময় ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারি পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, জন সচেতনতা তৈরিতে নাটক ও গান বিশেষ কার্যকর মাধ্যম। এই মাধ্যমটি খুব সহজেই মানুষের মনে প্রভাব ফেলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আজকের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

আলোচনা শেষে ধূমপান বিরোধী বাউল গান, নাটক এবং একক অভিনয় পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরুর আগে আমিক মধুমিতা প্রকল্পের উদ্যোগে শহীদ মিনার চত্বরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

ধূমপান বিরোধী নাগরিক ফোরাম

ঢাকা-১১ আসনের সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন

বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস ২০১২ পালনের অংশ হিসেবে গত ২ জুন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় ধূমপান বিরোধী সংগঠন নাগরিক ফোরাম মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করে। এতে নেতৃত্ব দেন ঢাকা-১১ আসনের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান খান কামাল। সকাল ১১টায় তেঁজগাও থানার বিপরীত পাশে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধনে অসংখ্য নারী-পুরুষ অংশ নেয়।

এই আয়োজনে সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান তামাকের ক্ষতিকর বিষয় নিয়ে এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পাবলিক প্লেসগুলো ধূমপানমুক্ত রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে আশা প্রকাশ করেন। তার নির্বাচনী এলাকায় এ বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করায় এবং মানববন্ধনে এলাকার জণসাধারণের উপস্থিতির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

মানববন্ধনে ধূমপান বিরোধী নাগরিক ফোরামের সদস্য হিসেবে এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ীসহ-

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন...

৩য় পৃষ্ঠার পর রিকভারীধূমপান বিরোধী নাগরিক

বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পাবলিক প্লেস শতভাগ ধূমপান মুক্তকরণে এবং ধূমপান আইনের সময়োপযোগী সংশোধনী, সর্বোপরি জনসাধারণকে পরোক্ষ ধুমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য একটি ধূমপান বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সংসদীয় এলাকার সংসদ সদস্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধূমপান বিরোধী নাগরিক ফোরাম গঠন করা হচ্ছে।

আমিক-মধুমিতা প্রকল্প

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উদ্‌যাপন হলো ময়মনসিংহে

'তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে তামাক কোম্পানির প্রভাব বন্ধ হউক' এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে প্রতিবারের মতো এবারও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আমিক মধুমিতা প্রকল্প বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০১২ উদ্‌যাপনে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ উপলক্ষে আমিক মধুমিতা প্রকল্প, ময়মনসিংহ এবং জেলা সিভিল সার্জন অফিসের যৌথ আয়োজনে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করে।

বর্ণাঢ্য এ র‍্যালি উদ্বোধন করেন সিভিল সার্জন ডা. সঞ্জীব কুমার চক্রবর্তী। র‍্যালিটি ময়মনসিংহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিভিল সার্জন অফিস চত্বরে এসে শেষ হয়।

পরে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সিভিল সার্জন কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে। ময়মনসিংহের সিভিল সার্জন ডা. সঞ্জীব কুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন এ এইচ এম লোকমান, পরিচালক স্থানীয় সরকার বিভাগ। এছাড়া বিশেষ অতিথি ছিলেন মোঃ বজলুর রহমান, সিনিয়র হেলথ এডুকেশন অফিসার। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সেন্টার ম্যানেজার মোঃ গোলাম রসুলের পরিচালনায় আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলায় কর্মরত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন

'মাদকমুক্ত সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন' এই প্রতিপাদ্য বিষয়ে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে মধুমিতা প্রকল্প বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। এ লক্ষ্যে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের আয়োজনে গত ২৬ জুন সকালে টাউন হল মোড় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক জহিরুল হক খোকা। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার গোলাম কিবরিয়া এবং হিমালয় বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশী মুছা ইব্রাহিম। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক জনাব লোকমান হোসেন মিয়া। অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের মধ্যে মাদকবিরোধী রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়া দিবসের প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মধুমিতা প্রকল্পের ময়মনসিংহ অফিসে আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

একই সঙ্গে মধুমিতা প্রকল্প ঢাকা কেন্দ্র গত ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন করে। দিবসটি উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। এছাড়া মধুমিতা প্রকল্প আমিকের সাথে যৌথভাবে সুসজ্জিত একটি প্রদর্শনী স্টল স্থাপন করে। এর মাধ্যমে আগত অতিথি এবং অংশগ্রহণকারীরা ঢাকা আহছানিয়া মিশনের মাদক বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এমপি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তথ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এ সময় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত করা হয়।

মধুমিতা প্রকল্পের ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত

পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজ সহজ হয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মাদক থেকে দূরে রাখা যায়। এলক্ষ্যে মধুমিতা প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এরই অংশ হিসেবে গত ২২ এপ্রিল আমিক-মধুমিতা ময়মনসিংহ কেন্দ্রের মাদকাসক্তি থেকে সুস্থতাপ্রাপ্ত ক্লায়েন্ট সুমনের বাসায় ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

কমিটির সদস্য হেনা আক্তারের সভাপতিত্বে সভায় পরিবারের ১৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মিটিংটি মধুমিতা-ময়মনসিংহ কেন্দ্রের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে ঢাকায় মধুমিতা চাঁনখারপুল সেন্টার এপ্রিল-জুন ২০১২-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুয়ায়ী ৩টি ফ্যামিলি সাপোর্ট গ্রুপ মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। মিটিংগুলোতে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৭ জন।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাবুপুরা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান বলেছেন, মধুমিতা প্রকল্পের মাধ্যমে এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের যে কার্যক্রম চলছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী। গত ৩০ জুন শাহবাগ থানার অধীন বাবুপুরা পুলিশ ফাঁড়িতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সাথে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

ওয়াহিদুজ্জামান আরো বলেন, 'মাদকের অপব্যবহার এবং এর বিস্তার বর্তমানে সমাজে ভয়াবহভাবে বাড়ছে। যারা সুঁইয়ের মাধ্যমে নেশা করে তারা এইচআইভি বিস্তারে বড় ভূমিকা রাখছে। মাদক ও এইচআইভি প্রতিরোধে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতো সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মাদক নির্ভরশীলতা চিকিৎসা এবং মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে কাউন্সেলর মোঃ আমির হোসেন বিস্তারিত আলোচনা করেন। উন্মুক্ত আলোচনায় তিনি মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রমে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তার ওপর আলোকপাত করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে পিআই শহীদ চৌধুরী, ফাঁড়ি ইনচার্জ মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান এবং উপস্থিত সদস্যরা আহ্ছানিয়া মিশন এবং মধুমিতা প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এতে ২৬ জন অংশগ্রহণকারী যোগ দেন।

এছাড়া আমিক মধুমিতা প্রকল্প, ময়মনসিংহ কেন্দ্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সাথে গত ২৬ এপ্রিল আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনচার্জ বাছেত হাওলাদার। তিনি বলেন, মাদক আমাদের ময়মনসিংহ শহরের যুবসমাজের জন্য একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। আমরা সচেতন না হলে ভবিষ্যত প্রজন্ম হুমকির সম্মুখিন হবে। আমরা হয়ত সবাইকে সুস্থ করতে পারব না। তবে যারা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল তাদের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিমনের মধুমিতা প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হলো।

তারেক ও কমল সুস্থ জীবনের পথে একবছর

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থতা পেয়েছেন এমন দুইজন রিকোভারি তারেক ও কমল তাদের সুস্থতার একবছর অতিক্রম করলেন। এ উপলক্ষে গত ১৪ মে সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে তারা কেক কেটে সুস্থতার আনন্দ প্রকাশ করেন। অনুভূতি প্রকাশে দু'জন কেন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চান। চিকিৎসারত সব রোগীর কাছে তরেক ও কমলের ক্লিন বার্থডের এই ইতিবাচক বার্তা মাদক নির্ভরশীলদের নেশামুক্ত হওয়ার প্রেরণা যোগাবে।

কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আমিক গাজীপুর চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মীদের দক্ষতা এবং সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রে সম্প্রতি নিয়োগ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থী কর্মীসহ সব কর্মীকে নিয়ে গত ১১ জুন এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল রোগী ব্যবস্থাপনা এবং রোগীদের জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন সেশন পরিচালনা বিষয়ক দক্ষতা অর্জন করা। এই কর্মশালায় সেশন পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি থেরাপিউটিক বিভিন্ন সেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওয়ার্কশপের বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক জনাব মীর সাইফুল আলম এবং কাউন্সেলর জাহিদ হাসান নীল।

আশ্রয়-এর সাথে প্রোগ্রাম শেয়ারিং মিটিং

গত ২৪ এপ্রিল আমিক মধুমিতা প্রকল্প-ময়মনসিংহ কেন্দ্রের আয়োজনে কৃষ্টপুর রেলওয়ে কলোনি ডিফেন্স পার্টির ডিউটি অফিসে কারেন্ট ড্রাগ ইউজারদের সংগঠন আশ্রয়-এর সাথে প্রোগ্রাম শেয়ারিং মিটিংয়ের অয়োজন করা হয়। এ সময় আমিক মধুমিতা প্রকল্পের সেন্টার ম্যানেজার গোলাম রসুল আশ্রয়ের কার্যক্রমে মধুমিতা প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগিতার ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেন।

সংগঠনের সভাপতি জনাব আমির হোসেন বলেন, আমরা যে সংগঠন তৈরি করেছি তা ধরে রাখতে হলে সংগঠনের নিয়ম মানতে হবে, একে-অপরকে সহযোগিতা করতে হবে, সেন্টারের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাহলেই সমাজের মধ্যে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। তিনি আরো বলেন, আমাদের নেশার পথ থেকে বের হয়ে আসতে হবে এবং পরস্পরকে ভালো পথে আসার আহ্বান জানাতে হবে। সভা শেষে উন্মুক্ত আলোচনাসহ উপস্থিত সবার মতামত গ্রহণ হয়।

সেমিনারে শাহ আলমের অভিজ্ঞতা বিনিময়

গত ২৬ জুন ছিল মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস। এ উপলক্ষে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। যার ধারাবাহিকতায় যশোর জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর যশোর উপ-অঞ্চলের উদ্যোগে র‍্যালি, মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত রচনা প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। র‍্যালি ও আলোচনা সভায় আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

আলোচনা সভায় মাদক নির্ভরশীলতা থেকে সুস্থতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বিনিময়ে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে সুস্থতাপ্রাপ্ত জনাব শাহ আলম অরুণ তার জীবনে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব, চিকিৎসা, মিশনে কাজের সুযোগ পাওয়া এবং তার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসার সুযোগ, পরিবারের ভূমিকার কথা জোরালো ভাবে উল্লেখ করেন। সেই সাথে তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর সেন্টারের কার্যক্রম তুলে ধরেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য খালেদুর রহমান টিটো, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এবং যশোর জেলা পুলিশ সুপার মোঃ কামরুল আহছান।

রঙ তুলিতে মাদককে 'না' বলা

গত ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার প্রতিরোধ দিবস পালন উপলক্ষে গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নাট মন্দিরে, প্রিজন ইন্টারভেনশন-এইচ-৭১-এর আওতায় 'মাদককে না বলুন' শীর্ষক এক চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন বয়সের শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা অংশগ্রহণ করে। শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা তাদের রং তুলিতে মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে। তারা সবাই রং তুলির মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় ও মাদককে 'না' বলে।

এছাড়াও জেলা প্রশাসকের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এইচ-৭১ এর আওতায় ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিনামূল্যে মাদক সংক্রান্ত কাউন্সেলিং ও পরামর্শ প্রদান, র‍্যালি, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর জেলা প্রশাসক মোঃ নুরুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সব বয়সের মানুষকে মাদকের বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

অপরদিকে বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র জেল সুপার পার্থ গোপাল বণিক।

ফিলিপাইনে আউটরিচ এন্ড ড্রপ ইন সেন্টার প্রকল্পের ওরিয়েন্টেনে আমিকের অংশগ্রহণ

গত ২৯ জুন থেকে ২ জুলাই পর্যন্ত ফিলিপাইনের ডাভাওতে, আউটরিচ এন্ড ড্রপ ইন সেন্টার প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপের আয়োজন করে দ্যা কলম্বো প্ল্যান ড্রাগ এডভাইজরি প্রোগ্রাম। ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপের ড্রপ ইন সেন্টারের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন- ক্লায়েন্ট ইনটেক, এসেসমেন্ট, ট্রিটমেন্ট প্ল্যান, কাউন্সেলিং, মোটিভেশন, রেফারেল, ক্রাইসিস ইন্টারভেনশন, ইথিকস্ ইত্যাদি।

ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপে বাংলাদেশসহ ৭টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। এ ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপে আমিক থেকে সিনিয়ার প্রোগ্রাম অফিসার মাহফিদা দিনা রুবাইয়া এবং প্রোগ্রাম অফিসার জাহিদ ইকবাল অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, আমিক দ্যা কলম্বো প্ল্যান ড্রাগ এডভাইজরি প্রোগ্রামের আর্থিক সহযোগিতায় আউট রিচ এন্ড ড্রপ ইন সেন্টার প্রেজেক্ট ইন এশিয়া প্যাসেফিক নামে নতুন প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছে।

মালয়শিয়ায় অনুষ্ঠিত এডিকশন প্রোফেশনালদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে আমিকের যোগদান

গত ১০ থেকে ২২ জুন মালয়শিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে কলম্বো প্ল্যান আয়োজিত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স। এবারের কোর্সের বিষয় ছিল বেসিক কাউন্সেলিং, কেস ম্যানেজমেন্ট এবং ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে ১০টি দেশের ১৭ জন অংশগ্রহণকারী যোগ দেন। বাংলাদেশ থেকে আমিকের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

মালয়শিয়ার মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পাঙ্গাসি পরিদর্শন

গত ১৪ জুন আমিকের সহকারি পরিচালক ইকবাল মাসুদ মালয়শিয়ার মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পাঙ্গাসি পরিদর্শন করেন। ১৯৮৭ সালে আত্ম সহায়তা দল হিসেবে পাঙ্গাসির যাত্রা শুরু। ১৯৯১ সালে পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরে মালয়শিয়া সরকারের কাছ থেকে পাঙ্গাসি রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করে। বর্তমানে দাতুক ইউনুস পাঠি পাঙ্গাসির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন (ছবিতে মাঝখানে দাঁড়ানো)। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি মাদক বিরোধী একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

আমার পথচলা

পুরান ঢাকার সূত্রাপুরের কলতাবাজারে আমার বসবাস। তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই আমি বেড়ে উঠেছিলাম। লেখাপড়া খুব বেশি দূর পর্যন্ত করা হয় নি। অষ্টম শ্রেণির পর আর পড়ালেখা করি নি আমি। আসলে পড়ালেখার গুরুত্বটাই তখন বুঝতে পারি নি। খেলাধুলা, আড্ডা এগুলোই ছিল আমার মূল বিষয়। মানুষ ভুল করে ছোট বেলায় বা বয়ঃসন্ধিকালে। কিন্তু আমার ভুলটা হয়েছিল পরিপূর্ণ যুবক বয়সে। যা মেনে নিতেও কষ্ট হয়।

ছোটবেলা থেকে ফুলের মতো পবিত্র ছিলাম আমি। কিন্তু অদৃশ্য এক টানে নিজের এই পবিত্রতাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। বন্ধুদের লোভনীয় প্ররোচনায় নিজের নিয়ন্ত্রণের বাঁধ ভেঙে যায়। যৌনতা ছিল ঐ বয়সের মুখ্য বিষয়। বন্ধুরা যৌন মিলনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেত। কীভাবে যেন আমিও একদিন তাদের সাথে জড়িয়ে পড়লাম। নেশা করলে অনেক সময় ধরে যৌনতৃপ্তি পাওয়া যায়। এই প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে এক সময় আমি নেশার জগতে পা রাখলাম।

কিছুদিন পর আমার ভিতরে অপরাধবোধ জেগে ওঠে। অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে আসার চেষ্টা করি। কিন্তু এই চেষ্টাটি নিতে বড় বেশি দেরি করে ফেলেছিলাম। ততদিনে হেরোইনের বিষ আমার পুরো শরীর ঘিরে ফেলেছে। হেরোইন না নিলে অসম্ভব রকম খারাপ লাগত। শরীরে খিঁচুনী, জ্বালা-যন্ত্রণা, অস্থিরতা বোধ হতো। আমি বুঝতে পারি হেরোইনের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে গেছি।

এই অবস্থা দেখে আমার মা একদিন জিজ্ঞেস করে, তোর কি হইছে? এমন করস ক্যান?

মায়ের কাছে কোনো কথা লুকাইনি। হাতে-পায়ে ধরে বললাম, আমি হেরোইনে আসক্ত। জীবনের অনেকগুলো ভুলের মাঝে ওই স্বীকারোক্তিই ছিল আমার সঠিক সিদ্ধান্ত।

এ কথা শুনে মা ডাক্তারের কাছে নিতে চাইল। আমিও রাজি হলাম। সেই সাথে মাকে কথা দিয়েছিলাম আর নেশা করব না। কিন্তু কষ্ট সহ্য করতে না পেরে চুরি করে ৫০ টাকা নিয়ে স্পটে গিয়ে আবার নেশা করলাম। তখন ম্যাজিকের মতো সব জ্বালা-যন্ত্রণা আমার শেষ হয়ে গেল। চিন্তা করলাম আর ডাক্তারের কাছে গিয়ে লাভ নেই। মাকে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে দিলাম।

এদিকে চলতে থাকল আমার নেশা করা। ধিরে ধিরে পাল্টাতে থাকি নেশার ধরন। নেশার কারণে পরিবার, আত্মীয়-স্বজনসহ এলাকার সব জায়গায় আমি ছিলাম উপেক্ষিত মানুষ। খাবার, কাপড়-চোপড়েরও ঠিক ছিল না। কতদিন না খেয়ে এখানে-ওখানে পড়েছিলাম তা গুনে শেষ করা যাবে না। এ ভাবে ১৭টি বছর অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে নেমে গিয়েছিলাম আমি। এক সময় আমার জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। যদিও মা সব সময় চেষ্টা করেছে আমাকে ফেরাতে। কিন্তু নেশার কাছে বারবারই হার মেনেছি আমি। জীবনকে নিয়ে যখনই ভাবতাম, দুইচোখে অন্ধকার দেখতাম। অনেকবার মনে হয়েছে– আর না, এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই আমার জন্য ভালো। কিন্তু এত অন্ধকারে আমার মা ছিল জীবনের একমাত্র আলো। সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলেও মা আমাকে ফেললেন না।

একটা দিনের কথা আজও ভুলি নাই। ধোলাইখালে আমার এক খালাতো ভাইয়ের দোকান ছিল। একদিন অনেক ক্ষুধা নিয়ে তার দোকানে যাই। সেই সময় সে এক ফকিরকে খাবার দিচ্ছিল। আমাকে দেখা মাত্রই সে রেগে যায়। চিৎকার করে বলে, তোকে খাবার দেয়ার চেয়ে ফকির, কুকুরকে খাবার দিব। খেয়ে ওরা আমাকে প্রাণভরে দোয়া করবে।

এ কথা শুনে নিজেকে এত ছোট মনে হচ্ছিল যে, আমি একটা কুকুরের চেয়েও অধম। এ ভাবেই চলতে থাকে আমার নিকৃষ্টতম জীবনের পথ চলা।

এরপর কিছু রিকোভারিকে দেখলাম, যারা আমার সাথে নেশা করত। তারা চিকিৎসা নেয়ার পর ভালো আছে। পরিবারের সবাই এখন তাদের কথার মূল্য দেয়। তাদের দেখে আমার আবারও ভালোভাবে বাঁচতে ইচ্ছা হল। আমি এলাকার কমিশনারের কাছে যাই। তাকে বলি, আমাকে সাহায্য করেন। কোথাও চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেন। কমিশনার আমাকে সাহায্য করার আশ্বাস দেন। আবার হুমকি দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে নেশা করতে দেখলে আমাকে এলাকা ছাড়া করবেন। এরপর কমিশনার ও মায়ের সহযোগিতায় আমার চিকিৎসা শুরু হয়।

২০০৫ সালে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের মধুমিতা প্রকল্পে পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজারের সেন্টারে ভর্তি হলাম। সেন্টারের কাউন্সেলর, স্টাফ ভাইদের আচার-আচরণ ছিল বন্ধুসুলভ। সবার সহযোগিতায় আমার মনে অসম্ভব রকম আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয়। মনে হয়, এবার আমি ঠিকই নেশা বাদ দিতে পারব। এরপর ১৪ দিনের ডিটক্সিফিকেশন শেষ করি। চিকিৎসা শেষ করে মধুমিতা সেন্টারে পি.ভি (পিয়ার ভলান্টিয়ারের) কাজে যোগ দিই। দীর্ঘদিন কাজ করি। সেন্টারের পক্ষ থেকে এরপর বিভিন্ন ডিটক্স ক্যাম্পে কাজ করি।

এক সময় এলাকার সেই কমিশনারের সাহায্যে নিরাপত্তারক্ষী কোম্পানী 'এলিটফোর্সে' যোগ দিই। সেখানে ১৫ দিনের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স শেষ করি। প্রশিক্ষণ শেষে গত ২ বছর ধরে একটি প্রাইভেট ব্যাংকের শাখায় নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করছি। এখন অনেক সুস্থ ও সুখী জীবন-যাপন করছি। ৭ বছর ধরে আমি আমার এই সুস্থতা ধরে রেখেছি। বর্তমানে আমি শৃঙ্খলিত জীবন-যাপন করছি। আত্মীয়-স্বজন, ভাইবোন, এলাকার কোনো মানুষ আর আমাকে তাচ্ছিল্য করে না।

সমাজে আমার এই অবস্থান তৈরির জন্য আমি ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের সাহায্যের হাত ধরে আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সম্মানের সাথে নতুন স্বপ্ন নিয়ে জীবন-যাপন করছি। আমি এখন জেনেছি, নেশার জগৎ থেকে বের হওয়ার রাস্তা এই সমাজেই আছে। সবার উদ্দেশ্যে আমার এখন একটাই অনুরোধ, সেই রাস্তা যারা চিনে তাদের উচিত হবে পথ ভোলা আমাদের মতো মানুষদের সেই রাস্তায় তুলে দেয়া।

(ব্যক্তির অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত হলো)

এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে কারাবন্দীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

এইচআইভি ও এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধকল্পে বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে গত ১ থেকে ৫ এপ্রিল কারাবন্দীদের অংশগ্রহণে ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। সিনিয়র জেল সুপার পার্থ গোপাল বণিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন।

একই সাথে গাজীপুর জেলা কারাগারে গত ২৮ মে এবং ২ এপ্রিল কারাবন্দীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুর জেলা কারাগারের জেলার আমজাদ হোসেন (ডন)। এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল কারাবন্দীরা নিজেদের পাশাপাশি অন্য হাজতি ও কয়েদিদের এইচআইভি ও এইডস বিষয়ে সচেতন করতে পারে। প্রশিক্ষণে বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল এইচআইভি ও এইডস, মাদক, যক্ষ্মা, যৌনবাহিত রোগ এবং হেপাটাইটিস বি ও সি।

সিনিয়র জেল সুপার জনাব পার্থ গোপাল বণিকের সভাপতিত্বে সভায় এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধের গুরুত্ব, এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে করণীয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

আমিক-ঢাকা আহছানিয়া মিশনের মাদক বিরোধী কার্যক্রমের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সনদপত্র প্রদান

গত ১৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আধিদপ্তরের সভা কক্ষে মাদক প্রতিরোধে এনজিওদের ভূমিকা শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সাহারা খাতুন এম পি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা ১১ আসনের সম্মানিত সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান কামাল। উক্ত অনুষ্ঠানে মিশনের মাদকবিরোধী কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ সনদপত্র প্রদান করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ মিশনের পক্ষে সনদপত্র গ্রহণ করেন।

ধূমপান নিয়ন্ত্রণে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে

ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিয়ে গত ১৫ মে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ধূমপান নিয়ন্ত্রণ ও পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিবিষয়ক এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি জনাব কাজী রফিকুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রায় ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকে বক্তাগণ বলেন, গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে অনুসারে দেশে ৪ কোটি ২০ লাখ লোক পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে। বক্তারা আরো বলেন, ২০০৫ সালের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের দুর্বলতার কারণে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তামাক ও তামাকজাত পণ্যের মতো নীরব ঘাতক ধীরে ধীরে আমাদের গ্রাস করছে। বিভিন্ন রোগব্যাধি যেমন- ক্যান্সার, স্ট্রোক, হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি মহামারী আকার ধারণ করছে। মিডিয়া খুব সহজেই তামাকের ক্ষতিকর দিকগুলো জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরতে পারে।

বৈঠকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার অনলাইন সম্পাদক জনাব গোলাম তাহাবুর রহমান বলেন, বিশ্বায়নের এ যুগে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার বা নিয়ন্ত্রণে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গোলটেবিল বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইন ফর ফ্রি কিডসের মিডিয়া এন্ড এডভোকেসি সমন্বয়কারী তাইফুর রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বাংলাভিশনের সাংবাদিক রুহুল আমিন রুশদসহ সিনিয়র সাংবাদিকরা।

কারাবন্দীদের অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় সভা

সহযোগিতার হাত বাড়ান সঠিক পথের আলো দেখান

কারাবন্দীদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ পরিবারের সহযোগিতায় একজন ব্যক্তির জীবন সুন্দর হতে পারে। তাই পরিবারের সদস্যরা তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ালে তাদের আলোর পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে কারাবন্দীদের অভিভাবকদের সাথে গত ৫ এপ্রিল মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিনিয়র জেল সুপার পার্থ গোপাল বণিক। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল কারাবন্দীদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পরিবারের ভূমিকাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা। সভায় কারাবন্দীদের ২৫ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

আমিক, বাড়ি- ৩/ডি, সড়ক-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট কাঁটাবন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬ ই-মেইল: info@amic.org.bd, Web: www.amic.org.bd